

# এলিয়াহ - নম্বর দশ

Jeff Pippenger  
2023-10-13

১৮৫৬

মলিরাইট আন্দোলনকে যশাইয়াহরে সপ্তম অধ্যায়ে একটি পঁয়ষট্টি বছরে ভবষ্টিদ্বাণীর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল, যার শুরু খ্রিস্টপূর্ব ৭৪২ সালে। যশাইয়াহরে ইতিহাসে সংঘটিত সেই পঁয়ষট্টি বছর ১৭৯৮ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত পঁয়ষট্টি বছরকে নির্দেশ করে। আলফা এবং ওমগো সর্বদা শুরু ও শেষকে একসঙ্গে উপস্থাপন করে। এই পঁয়ষট্টি বছরে ভবষ্টিদ্বাণী ইস্রায়েলের উত্তর ও দক্ষিণ রাজ্য দুটির বিরুদ্ধে সাতবারের অভিশাপকে চহ্নিত করে। উত্তর রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রথম সাতবার শুরু হয় খ্রিস্টপূর্ব ৭২৩ সালে, রাজা আহাজকে যশাইয়াহ ভবষ্টিদ্বাণী উপস্থাপনের উনিশ বছর পরে। দক্ষিণ রাজ্যের বিরুদ্ধে শেষে সাতবার শুরু হয় পঁয়ষট্টি বছরে শেষে, অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ৬৭৭ সালে।

এফরাইমের বিরুদ্ধে 'সাত সময়'-এর প্রথম অভিশাপ ১৭৯৮ সালে শেষ হয়েছিল, যা ছিল শেষ সময়, যখন দানিয়়েলে অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে উলাই নদীর দর্শনের মোহর খোলা হয়। এটি ভাববাদীভাবে প্রথম স্বর্গদূতের বার্তার আগমন এবং মলিরাইট আন্দোলনের ভবষ্টিদ্বাণীমূলক সূচনা—উভয়টিকেই চহ্নিত করেছিল। যহিদার বিরুদ্ধে 'সাত সময়'-এর শেষে অভিশাপ ১৮৪৪ সালে শেষ হয়েছিল, যা ছিল তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার আগমন। উনিশ বছর পরে, ১৮৬৩ সালে, ভবষ্টিদ্বাণীর সূচনায় নির্দেশিত পঁয়ষট্টি বছর মলিরাইট আন্দোলনের সমাপ্তি এবং লাওদকিয়ান সেনেথ-ডে অ্যাডভেন্টস্টি চার্চের সূচনাকে চহ্নিত করেছিল। ১৮৬৩ সালের সাত বছর আগে, ১৮৫৬ সালে, জেমস হোয়াইট লক্ষ্য করতে শুরু করেন যে মলিরাইট আন্দোলন আর ফলিদলেফিয়ার মণ্ডলী নই, বরং লাওদকিয়ান মণ্ডলীতে পরণিত হয়েছে। তাঁর নাত এলনে হোয়াইটের জীবনী লিখতে গিয়ে ১৮৫৬ সালের ইতিহাস এবং লাওদকিয়ান বার্তা সম্বন্ধে লেখেন।

## লাওদকিয়ান বার্তা

সাধারণ পালনকারী অ্যাডভেন্টস্টিরা এই অবস্থান নিয়েছিলেন যে প্রকাশিত বাক্য ২ ও ৩ অধ্যায়ে সাতটি গরিজার প্রতী য়ে বার্তাগুলো আছে, সেগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে খ্রিস্টীয় গরিজার অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরে। তাদের উপসংহার ছিল যে লাওদকিয়ান গরিজার প্রতী বার্তাটি প্রযোজ্য তাদের ক্ষেত্রে যাদের তারা তখন 'নামমাত্র অ্যাডভেন্টস্টি' বলে অভিহিত করতেন, অর্থাৎ যারা সপ্তম দিনের সাধারণ গ্রহণ করেননি। ৯ অক্টোবরের রিভিউ পত্রিকার একটি সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় জেমস হোয়াইট কয়েকটি চিন্তা-উদ্বেগকারী প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, যার সূচনা তিনি এভাবে করেছিলেন:

জিজ্ঞাসাটি আবার নতুন করে উঠে আসছে, 'প্রহরী, রাতের কী খবর?' বর্তমানে কেবল কয়েকটি প্রশ্নের জন্মই স্থান আছে, যগুলো তাদের সম্পর্কিত বিষয়ের প্রতী দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, শীঘ্রই পূর্ণ উত্তর দেওয়া হবে।  
—রিভিউ অ্যান্ড হেরোল্ড, ৯ অক্টোবর, ১৮৫৬

সে যে এগারোটা প্রশ্ন করছিল, তার মধ্যে লাওদকীয়দের ওপরই বিশেষভাবে মনোনিবেশ করছিল ষষ্ঠটি।

৬. লাওদকীয়দের অবস্থা (কুসুম গরম, এবং না ঠান্ডা না গরম) কতৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা স্বীকারকারীদের সমষ্টির অবস্থাকে যথাযথভাবে চিত্রিত করে না?—ঐ.

শেষ প্রশ্নটি বিষয়টিকে উন্মুক্ত করে দেয়:

১১. যদি জাতি হিসাবে আমাদের অবস্থা এমনই হয়, তবে আমরা কিস্তি সাক্ষীর 'পরামর্শ' না মানলে ঈশ্বরের কৃপা পাওয়ার আশা করার কোনো বাস্তব ভিত্তি রাখি? আমি তোমায় পরামর্শ দিই যে তুমি আমার কাছ থেকে আগুনে শোধিত সোনা কনি নাও, যাতে তুমি ধনী হও; এবং সাদা বস্ত্র, যাতে তুমি পরিধান করতে পারো, এবং তোমার নগ্নতার লজ্জা যেন প্রকাশ না পায়; আর তোমার চোখে চোখে মলম লাগাও, যাতে তুমি দিতে পাও। যাদের আমি ভালোবাসি, তাদেরই আমি তিরস্কার ও শাসন করি; অতএব উদ্যমী হও, এবং পশ্চাতাপ কর। দেখে, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ছি; যদি কেউ আমার কণ্ঠস্বর শোনে এবং দরজা খুলে দেয়, আমি তার কাছ থেকে এসে ভিতরে প্রবেশ করব এবং তার সঙ্গ ভোজ করব, আর সেও আমার সঙ্গ ভোজ করবে। যে জয়লাভ করে, তাকে আমি আমার সংহাসনে আমার সঙ্গ বসার অধিকার দেব, যমেন আমি জয়লাভ করছি এবং আমার পতির সঙ্গ তাঁর সংহাসনে বসেছি। প্রকাশিত বাক্য ৩:১৮-২১.-Ibid.

এটা পরিস্কার যে বিষয়টির সত্যতা তখনই সব জেমস হোয়াইটের মনে উদতি হচ্ছিল। রিভিউয়ের পরবর্তী সংখ্যায় ওই শিরোনামে সাতটি গরিজা সম্পর্কে সাত-কলামের উপস্থাপনা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রারম্ভিক বক্তব্যে তিনি ঘোষণা করেন:

"আমাদের কিছু আধুনিক ব্যাখ্যাকারদের সঙ্গ একমত হতে হবে যে এই সাতটি গরিজাকে খ্রিস্টীয় গরিজার সাতটি অবস্থার প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে, সময়ের সাতটি পর্ব, যা সমগ্র খ্রিস্টীয় যুগকে আচ্ছাদিত করে, বোঝা উচিত। — Ibid., অক্টোবর ১৬, ১৮৫৬."

তিনি তারপর ভবিষ্যদ্বাণীটি নিয়ে প্রতটি কলসিয়া সম্বন্ধে আলাদাভাবে আলোচনা করলেন। সপ্তমটিতে, লাওদকীয়ের কলসিয়ায়, এসে তিনি ঘোষণা করলেন:

এই গরিজার করুণ বরণনাট আমাদের একটি জাতি হিসেবে কতটা হৃদয় নমর করে দেয়! আর এই ভয়াবহ বরণনাট কি আমাদের বর্তমান অবস্থার একবোরে নির্খুঁত ছবি নিয়ে? হ্যাঁ, তাই; এবং লাওদকীয়ের গরিজার প্রত এই তীক্ষ্ণ সাক্ষরে প্রভাব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা কোনো উপকারই আসবে না। প্রভু আমাদের তা গ্রহণ করতে এবং তাতে লাভান হতে সাহায্য করুন।-Ibid.

লাওদকীয়ের মণ্ডলী নিয়ে তিনি দুইটি কলাম উৎসর্গ করার পর, তাঁর সমাপনী বক্তব্য ছিল এক জোরালো আহ্বান:

প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ, আমাদের অবশ্যই জগত, মাংস ও শয়তানকে জয় করতে হবে; নচেৎ আমরা ঈশ্বরের রাজ্যে কোনো অংশ পাব না। . . . এই কাজটি অবলম্বনে হাতে নি, এবং বিশ্বাসের দ্বারা অনুতপ্ত লাওদকীয়দের প্রত দেওয়া অনুগ্রহময় প্রতশিরুতগুলির দাবি করুন। প্রভুর নামে উঠুন, এবং তাঁর ধন্য নামের মহিমার জন্য আপনাদের আলো উদ্ভাসিত হোক।—পূর্বোক্ত

ক্ষতের থেকে প্রতক্রিয়াটি ছিল বদ্যুতায়িত। ২০ অক্টোবর ওহাইও থেকে জি. ডব্লিউ. হোল্ট লিখেছিলেন:

হ্যাঁ, আমি সত্যই বিশ্বাস করি যে আমরা, যারা ঈশ্বরকে আজ্ঞাগুলি ও যীশুর বিশ্বাসসহ তৃতীয় বার্তায় আছি, আমরাই সেই কলসিয়া, যাদের প্রতি এই বাণী সম্বোধিত হয়েছে; এবং পরিশোধিত সোনা, শুভ্র বস্ত্র ও চোখের অঞ্জনকে জন্ম আবেদন করতে আমরা আর এক মুহূর্তও দেরিকিরা উচিত নয়, যাতো আমরা দেখতে পারি—Ibid., ৬ নভেম্বর, ১৮৫৬।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে বিষয়টিনির্ঘে নতুন একটি কণ্ঠ শোনা গলে—পূর্বনিস্টন, ম্যাসাচুসেটস-এর স্টাফিনে এন. হ্যাসকলে। প্রথম-দিনে অ্যাডভেন্টিস্ট হিসেবে তিনি ২০ বছর বয়সে প্রচার শুরু করেছিলেন; এখন তিনি বছর পরে তিনি তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তায় ছিলেন। বাইবেলের একনষ্টি ছাত্র হিসেবে, সাতটি গরিজার প্রশ্নটি উপস্থাপনকারী হোয়াইটের সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক সম্পাদকীয়টি দেখার পর, তিনি রিভিউর জন্ম একটি দীর্ঘ নবিন্দ লখের সিদ্ধান্ত নলিনে:

উল্লিখিত বিষয়টি গত কয়েক মাস ধরে আমার গভীর আগ্রহের বিষয় হয়ে আছে। ... বহু কারণবশত—যেগুলোকে আমি যথার্থ মনে করি—কিছুদিন ধরে আমি এই বিশ্বাসে পৌঁছেছি যে লাওদকিয়ানদের উদ্দেশে বার্তাটি আমাদেরই জন্ম, অর্থাৎ তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তায় বিশ্বাসীদের জন্ম। আমি দুটি কারণ উল্লেখ করব।—Ibid.

তিনি তা-ই করেন, নিজের উপসংহারগুলোর জন্ম দুটি কলাম উৎসর্গ করেন। শেষে তিনি ঘোষণা করলেন:

ববাহরে পোশাক, যা হলো সাধুদের ধার্মিকতা, ছাড়া তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা সম্পর্কে কোনো তত্ত্ব কখনোই একবারেই না, আমাদের উদ্ধার করতে পারবে না। প্রভুর ভয়ে আমাদের পবিত্রতাকে সিদ্ধ করতে হবে।—Ibid.

যখন জেমস হোয়াইট লাওদকীয় গরিজার উদ্দেশে বার্তা নিয়ে তাঁর সম্পাদকীয় লখা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন 'রিভিউ'-তে সাবাথ পালনকারী অ্যাডভেন্টিস্টরা যে ধারণাগুলি পড়ছিলেন, তা ছিল চমকে দেওয়ার মতো; কিন্তু চিন্তাশীল, প্রার্থনাপূর্ণ বিবেচনায় এগুলো প্রযোজ্য বলে দেখা গলে। সম্পাদক বরাবর পাঠানো চিঠিগুলোতে যথেষ্ট সাধারণ ঐকমত্য দেখা গলে এবং তাতে ইঙ্গিত মলে যে একটি পুনর্জাগরণ চলছে। যে উদ্দীপক বার্তাটি কেবল উত্তজেনা থেকে উদ্ভূত ছিল না, তার সাক্ষ্য দিয়ে ১৮৫৭ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত টেস্টিমনিং ৩-এর প্রথম প্রবন্ধ, যার শিরোনাম ছিল "উদ্যমী হও এবং অনুতাপ করো।" এটি এভাবে শুরু হয়, "প্রভু আমাকে দর্শনে গরিজার বর্তমান কুসুম গরম অবস্থার বিষয়ে কিছু বিষয় দেখিয়েছেন, যা আমিতোমাদের বলব।" — 1T, পৃ. ১৪১। এতে এলেন হোয়াইট উপস্থাপন করেছেন তাঁকে যেন দেখানো হয়েছিল—পার্থবি সমৃদ্ধি ও সম্পদের মাধ্যমে গরিজার ওপর শয়তানের আক্রমণসমূহ। আরথার হোয়াইট, এলেন জি. হোয়াইট: দ্য আরলি ইয়ার্স, খণ্ড ১, ৩৪২–৩৪৪।

মলিরাইট আন্দোলন ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে ফলিডলেফিয়ার গরিজা হিসেবে শুরু হয়েছিল, এবং ১৮৫৬ সালে তা লাওদকিয়ান গরিজা হয়ে ওঠে। সাত বছর পরে আন্দোলনটি শেষ হয়, এবং সপ্তম-দবিস অ্যাডভেন্টিস্ট গরিজা লাওদকিয়ান গরিজা হিসেবে শুরু হয় এবং তমেনই থাকবে, যতক্ষণ না তা প্রভুর মুখ থেকে উগরে ফলে হয়। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের আন্দোলন লাওদকিয়ান গরিজার পরিসর থেকে বেরিয়ে এসেছে, যমেন মলিরাইট আন্দোলন সার্দসিরে গরিজার পরিসর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের আন্দোলন মলিরাইট আন্দোলনের সমান্তরাল, এই অর্থে যে প্রথম আন্দোলন ফলিডলেফিয়া থেকে লাওদকিয়ায় পরিবর্তিত হয়েছিল, এবং শেষে আন্দোলন লাওদকিয়া থেকে ফলিডলেফিয়ায়

পরবর্ত্তি হয়। মলিরাইট ইতহিসে ফলিডলেফিয়া থকে লাওদকিয়ায় রূপান্তরে বন্দি ১৮৫৬ সাল হসিবে নরিদষ্টিভাবে চহ্নিতি, তাই শষে আন্দোলনেও রূপান্তরে সেই বন্দি দুটি চহ্নিতি থাকতে হবে, কারণ ঈশ্বর কখনও পরবর্ত্তি হন না। রূপান্তরে সেই বন্দি দুটি প্রকাশতি বাক্য অধ্যায় এগারোতে রাস্তায় নহিত দুই নবীর মাধ্যমে চহ্নিতি করা হয়েছে।

আর যখন তারা তাদের সাক্ষ্য শষে করবে, তখন অতল গহ্বর থেকে উঠে আসা সেই পশু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তাদের পরাভূত করবে এবং তাদের হত্যা করবে। আর তাদের মৃতদেহে সেই মহান নগরের রাস্তায় পড়ে থাকবে, যেন নগরকে আত্মকিভাবে সদোম ও মসির বলা হয়, যখনে আমাদের প্রভুও ক্রুবদিহ হয়ছিলেন। প্রকাশতি বাক্য ১১:৭, ৮।

শষে আন্দোলনটি মারা যাবে, তারপর দাঁড়াবে এবং এরপর পতাকারূপে পুনরুত্থতি হবে। এভাবে এটি রিপাবলিকান শৃঙগে সঙগে সাযুজ্য স্থাপন করবে। রিপাবলিকান শৃঙগ পশুর জন্য একটা প্রতমূর্ত্তি সৃষ্টি করে, এবং যেন পশুর প্রতমূর্ত্তি এটি সৃষ্টি করে তার কথা বলা হয়েছে প্রকাশতি বাক্যের সপ্তদশ অধ্যায়ে, এবং সেই পশুকে চহ্নিতি করা হয়েছে প্রাণঘাতী আঘাতপ্রাপ্ত পঞ্চম মাথা হসিবে, যা অষ্টম মাথা হসিবে পুনরুত্থতি হবে। এটি অষ্টম হসিবে পুনরুত্থতি হবে, যেন সাতেরই একটা ছিল।

আর যেন পশু ছিল, এবং নহে, সেও অষ্টম; এবং সেন সাতেরই একজন; এবং সেন বনিশে যায়। প্রকাশতি বাক্য ১৭:১১।

রিপাবলিকান শিং সেই পশুর একটা মূর্ত্তি তিরে করবে, এবং তাই সটো নিহিত হবে ও পরে পুনরুত্থতি হবে। যখন সটো পুনরুত্থতি হবে, তখন সটো হবে অষ্টম মস্কক, যা পূর্ববর্ত্তী সাতটিরই একটা প্রোটস্ট্যান্ট শিং রিপাবলিকান শিংয়ের মতোই একই পৃথিবীর পশুর উপর সওয়ার এবং একই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক গতশীলতা ধারণ করতে হবে। মলিরাইট আন্দোলনে ফলিডলেফিয়া থকে লাওদকিয়ায় যেন রূপান্তর ঘটছিল, তা শষে আন্দোলনে লাওদকিয়া থকে ফলিডলেফিয়ায় রূপান্তরে পূর্বনির্দেশন।

যখন শষে আন্দোলন ১৮ জুলাই, ২০২০-এ মারাত্মক ক্রমত পলে, তখন তা লাওদকিয়া হসিবে মারা যায়। যখন, প্রকাশতি বাক্য অধ্যায় ১১-এ যভোবে উপস্থাপতি হয়েছে, তা ফলিডলেফিয়ায় রূপান্তরতি হয়, তখন তা অষ্টম গরিজাকে—যা সাতটিরই মধ্য থেকে—প্রতিনিধিত্ব করবে। ২০২০ সালের সেই মৃত্যু রিপাবলিকান শিং-এ সমান্তরালভাবে প্রতফিলতি হয়েছে, কারণ ১৯৮৯ সালে অন্তিম সময় থেকে ছয়জন প্রসেডিন্ট হয়েছে। ষষ্ঠ প্রসেডিন্ট মারাত্মক ক্রমত পেয়েছিল, যা ২০২৪ সালে সেরে উঠবে। তখন সেই মাথা ১৯৮৯ সালে অন্তিম সময় থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অষ্টম মাথা হবে, এবং তা সাতটিরই মধ্য থেকে হবে। উভয় শিং-ই ছিল সেই ষষ্ঠ, যা অষ্টমে পরণিত হয়। এই সত্য়টি অনুগ্রহের দ্বার বন্ধ হওয়ার ঠকি আগে উন্মোচতি হওয়া যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশতি বাক্যের বার্তার একটা বড় অংশ।

এই কারণেই, আমাদের বর্তমান ইতহিসরে আদরিপ হসিবে যেন মলিরাইট ইতহিস আছে, তা সম্পর্কে স্পষ্ট থাকা গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৫৬ সালে আন্দোলনের ক্রমতেরে লাওদকিয়ার বার্তা প্রয়োগেরে বসিয়ে জেমস হোয়াইটেরে সদিধানতকে সিস্টার হোয়াইট নিশ্চতি করছিলেন, সুতরাং এটি মানবীয় যুক্তিকে উদ্ভূত কনো প্রয়োগ নয়। সপ্তম-দবিস অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চ প্রজাতান্তরকি শিংয়ের সঙগে আইনগতভাবে সংযুক্ত হওয়ার সাত বছর আগে, ঐশী অনুপ্রণেয় এটিকে লাওদকিয়ার চার্চ হসিবে চহ্নিতি করা হয়েছে। এর অর্থ, সপ্তম-দবিস অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চেরে ইতহিসে এমন একদিনও ছিল না যেন এটি

নগ্ন, দরদীর, অন্ধ, দুর্দশাগ্রস্ত ও করুণ ছাড়া অন্য কিছু ছিল। এই ভবষ্টিদ্বাণীমূলক বাস্তবতা ইজকেয়িলে অষ্টম অধ্যায়ের চারটি ক্রমবর্ধমান ঘণ্ড্যতাকে অ্যাডভেন্টেজিমেরে চার প্রজন্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রসঙ্গ ও ন্যায্যতা প্রদান করে।

ইশাইয়া অধ্যায় ৭-এর পঁয়ষট্টি বছরের কাঠামোর দৃষ্টিকোণ থেকে মলিরাইট ইতিহাসকে বিবেচনা করলে, বোঝা যায় যে সাত সময়ের ভবষ্টিদ্বাণীটি এমন এক ভাববাণীমূলক পরসির, যা মলিরাইট আন্দোলনের সমগ্র ইতিহাসকে আচ্ছাদিত করে। ১৮৫৬ সালে, লাওদকিয়ার কলসিয়ার প্রতী বার্তাটি মলিরাইট অ্যাডভেন্টবাদে জন্য বর্তমান সত্য হয়ে ওঠে। লাওদকিয়ার বার্তা যিনি দেন, তিনি জিমেস বা এলনে হোয়াইট ছিলেন না; তিনি ছিলেন বর্শ্বিস্ত ও সত্য সাক্ষী।

লাওদকিয়ার মণ্ডলীর স্ববর্গদূতকে লিখি: এই কথা বলছেন আমনে, সেই বর্শ্বিস্ত ও সত্য সাক্ষী, ঈশ্বরের সৃষ্টির সূচনা: আমতিোমার কাজসমূহ জানি—তুমি না শীতল, না উষ্ণ; আহা, তুমি যদি শীতল বা উষ্ণই হতে! অতএব তুমি যেহেতু কুসুম গরম—না শীতল, না উষ্ণ—আমতিোমাকে আমার মুখ থেকে উগরে দেবে। কারণ তুমি বিলছ, 'আমি ধনী, সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছি, আমার কোনো কছিরই অভাব নেই'; আর তুমি জান না যে তুমি দীন, করুণ, দরদীর, অন্ধ ও নগ্ন। আমতিোমাকে পরামর্শ দচ্ছি—আগুন পরিশোধিত সোনা আমার কাছ থেকে কনিো, যাতে তুমি প্রকৃতই ধনী হও; এবং সাদা বস্ত্র, যাতে তুমি পরহিত হতে পারো এবং তোমার নগ্নতার লজ্জা প্রকাশ না পায়; আর চোখের মলম নিয়ে তোমার চোখে লাগাও, যাতে তুমি দেখতে পারো। যাদের আমি ভালোবাসি, তাঁদের আমি ভিত্তসনা ও শাসন করি; তাই উদ্যমী হও এবং পশ্চাত্তাপ করো। দেখে, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ছি; কড়ে যদি আমার কণ্ঠস্বর শোনে এবং দরজা খোলতে, আমতির কাছে প্রবেশ করব এবং তার সঙ্গে ভোজন করব, আর সেও আমার সঙ্গে। যে জয়ী হয়, তাকে আমি আমার সঙ্গে আমার সংহাসনে বসার অধিকার দেবে; যমেন আমি জয়লাভ করে আমার পতির সঙ্গে তাঁর সংহাসনে বসছি যার কান আছে, সে শুনুক আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছে। প্রকাশিত বাক্য ৩:১৪–২২।

সত্য সাক্ষী উল্লেখ করেন যে, যদি কড়ে তাঁর কণ্ঠস্বর "শুনতে" চায়, তিনি ভিতরে এসে তার সঙ্গে "ভোজন" করবেন। যদি লাওদকিয়া দরজা খোলতে, খ্রিস্ট ভিতরে এসে তাদের সঙ্গে ভোজন করবেন। খ্রিস্টকে যদি প্রবেশ করতে দেওয়া হয়, তিনি একটি বার্তা নিয়ে আসেন, কারণ ভোজনের প্রতীকী অর্থ হলো বার্তা গ্রহণ। সেই বার্তাকে সাধারণভাবে কেবল "লাওদকীয় বার্তা" বলা যেতে পারে, কিন্তু তিনি যে বার্তা প্রদান করেন, তা কী প্রতিনিধিত্ব করে—সটেকে এভাবে দেখা পৃষ্ঠস্থ বিবেচনা মাত্র। ১৮৫৬ সালে, হাইরাম এডসন আটটি প্রবন্ধের একটি ধারাবাহিক প্রকাশ করেন, যা এমন ভবষ্টিদ্বাণীমূলক তথ্য ধারণ করছিল, যা ঈশ্বরের স্ববর্গদূতের উইলিয়াম মলিারকে চিনতে ও ঘোষণা করতে পরচালিত করছিলেন সেই একবারে প্রথম "সময়-ভবষ্টিদ্বাণী" সম্পর্কে উপলব্ধিকে সম্প্রসারিত করে। সেই আটটি প্রবন্ধে, এডসন যশাইয়ার সপ্তম অধ্যায়ের পঁয়ষট্টি বছরকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করছেন।

মলিারের কাজের সূচনা ছিল 'সাত সময়'-এর আবিষ্কার, এবং তাঁর সবার নামে পরিচিতি যে আন্দোলনের সমাপ্তি হওয়ার সাত বছর আগে, ঠিক সেই ভবষ্টিদ্বাণী সম্পর্কে আরও গভীর একটি প্রকাশ মলিারীয় অ্যাডভেন্টবাদে কাছে উপস্থাপিত হয়েছিল। একই বছরে অনুপ্রেরণার দ্বারা তাদের লাওদকীয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ভবষ্টিদ্বাণীমূলকভাবে, দুই হাজার পাঁচশ কুড়ি দিন পরে, ১৮৬৩ সালে, ভবষ্টিদ্বাণীময় সময় সম্পর্কে মলিারের প্রথম

আবষ্কারটি প্রত্যাখ্যাত হয়। অ্যাডভেন্ট আন্দোলনের জন্ম লাওদকীয় বার্তাটি এসেছিল ১৮৫৬ সালে, এবং প্রভু প্রবশেরে সুযোগ পান কনি তা দেখতে আটটি প্রবন্ধের মাধ্যমে দরজায় আট বার কড়া নাড়লেন। আন্দোলনের অন্তে, সত্য সাক্ষী তাঁর লোকদের সঙুগে একত্রে ভোজ করতে ইচ্ছা করছিলেন—আন্দোলনের সূচনার প্রথম সময়-বার্তাটিকিই খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। তাঁর লোকেরা খতে অস্বীকার করল, এবং সাত বছর, অর্থাৎ দুই হাজার পাঁচশ কুড়ি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক দিন পরে, তাঁর লোকেরা সেই দরজাটি বন্ধ করে দলি যা দায়ূদের চাবি দিয়ে খোলা হয়েছিল, যে চাবিটি উইলিয়াম মলিয়ারের হাতে রাখা হয়েছিল। তারা ফরিগে এক পুরোনো শমরীয় নবীর কাছ, যিনি তাদের মথিয়া খাওয়ালেন, এবং তাদের ভাগ্য সলিমোহর করে দলিনে যেন তারা একটা গাধা ও একটা সিংহের মাঝখানে মৃত্যুবরণ করে।

১৮৫৬ সালে, প্রোটস্ট্যান্ট শি দর্শনের উপত্যকার সংকটে পড়েছিল, কারণ যখনে দর্শন নই, সখোনে মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়। ১৮৫৬ সালে, রপিবলকান শিও সংকটে পড়েছিল।

১৮৫৬ সালটি 'ব্লডিং কানসাস', অর্থাৎ কানসাস-মসিোরী সীমান্তযুদ্ধ নামে পরিচিতি সহিংস সংঘাতের ধারাবাহিকতাকে চিহ্নিত করছিল। সংগ্রামটি ছিল এই নিয়ে যে কানসাস ইউনিয়নে মুক্ত রাজ্য হিসেবে নাকি দাসপ্রথাযুক্ত রাজ্য হিসেবে প্রবশে করবে। এই সংঘাতে দাসপ্রথা-সমর্থক ও দাসপ্রথা-বিরোধী বসতিস্থাপনকারীদের মধ্যে সহিংস সংঘর্ষ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৮৫৬ সালের ২২ মে যুক্তরাষ্ট্রের সনিটে চেম্বারেও একটা সহিংস ঘটনা ঘটে, যখন সাউথ ক্যারোলাইনার দাসপ্রথা-পন্থী কংগ্রেসে ম্যান প্রস্টেন ব্রুকস তার লাঠি দিয়ে ম্যাসাচুসেটসের সনিটের চার্লস সামনারের ওপর নৃশংস হামলা চালান। এর আগে সামনার 'দ্য ক্রাইম অ্যাগেইনস্ট কানসাস' শিরোনামে দাসপ্রথা-বিরোধী একটা বিকৃত্তা দিয়েছিলেন, যা ব্রুকসকে গভীরভাবে ক্রোধ করছিল। এই লাঠিপটোর ঘটনা দাসপ্রথা প্রশ্নে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরছিল।

১৮৫৬ সালে, ১৮৫৪ সালে পাস হওয়া কানসাস-নবেরাস্কা আইন থেকে সৃষ্ট রাজনৈতিক অস্থিরতার পরতিক্রিয়া হিসেবে রপিবলকান পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়; ওই আইন নতুন ভূখণ্ডে দাসপ্রথার বিস্তারের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান বিরোধিতা উদ্ভব করছিল। দলটির প্রথম জাতীয় সম্মেলন ফিলাডেলফিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়, এবং ১৮৫৬ সালের নির্বাচনে জন সি. ফ্রমেন্টকে তাদের প্রথম রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়।

কানসাস-নবেরাস্কা আইন কানসাস ও নবেরাস্কার অঞ্চলগুলোকে সংগঠিত করে এবং সেই সব অঞ্চলের বসতিস্থাপনকারীদের নিজদের সীমানার মধ্যে দাসপ্রথা অনুমোদন করবে কনি তা নির্ধারণের সুযোগ দেয়। "জনগণের সার্বভৌমত্ব" নামে পরিচিতি এই ধারণাটি কার্যত ১৮২০ সালের মসিোরী সমঝোতাকে বাতলি করছিল, যা লুইজিয়ানা টেরিটরিতে ৩৬°৩০' অক্ষাংশের উত্তরে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করছিল। এই আইনটি অঞ্চলগুলিতে দাসপ্রথা প্রশ্নে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এটি অঞ্চলকি উত্তেজনাকে নতুন করে উসকে দেয়, কারণ এর ফলে আগে দাসপ্রথামুক্ত বলে বিবেচিত এলাকাগুলো—যেমন কানসাস—এ দাসপ্রথা বিস্তারের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। কানসাস-নবেরাস্কা আইন পাস হওয়ার পর দাসপ্রথা-সমর্থক ও দাসপ্রথা-বিরোধী বসতিস্থাপনকারীদের চল নামে কানসাস টেরিটরিতে, প্রত্যেকে "জনগণের সার্বভৌমত্ব" ভিত্তিকি ভোটারে ফলাফলকে প্রভাবিত করার আশায়। ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহিংস সংঘর্ষ এবং আইনহীনতার এক সময়কাল সৃষ্টি করে, যা ১৮৫৬ সালে "রক্তাক্ত কানসাস" নামে পরিচিতি হয়।

১৮৫৬ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা ছিল। এতে ডেমোক্রেটিক জেমস বুকানান, রিপাবলিকান জন সি. ফ্রমেন্ট এবং আমেরিকান পার্টির প্রার্থী ও সাবকে রাষ্ট্রপতি মিলার্ড ফিলমোরের মধ্যে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। জেমস বুকানান নির্বাচনে জয়ী হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ১৫তম রাষ্ট্রপতি হন।

জেমস বুকানানের রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর ময়দানকাল মূলত উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা ও বিভাজনকে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্যই পরিচিত; যার পরিণতিতে তিনি দায়িত্ব ছাড়ার অল্প সময় পরই আমেরিকান গৃহযুদ্ধের সূচনা ঘটেন। নেতৃত্ব ও সংকট ব্যবস্থাপনায় এসব গুরুতর ব্যর্থতার কারণে তাঁর ময়দানকালকে প্রায়ই আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে কম সফল ময়দানকালের একটি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

কুখ্যাত ড্রডে স্কট রায় ১৮৫৭ সালে ঘোষণা করে যে দাসরা, তারা দাসত্বে আবদ্ধ হোক বা মুক্ত, নাগরিক নয় এবং ফেডারলে আদালতে মামলা করতে পারেনা। এটি আরও ঘোষণা করে যে যুক্তরাষ্ট্রের অধীনস্থ অঞ্চলগুলোতে কংগ্রেসে দাসত্ব নিষিদ্ধ করতে পারেনা। ডেমোক্রেটিক বুকানান প্রকাশ্যে দাসপ্রথা-পন্থী ড্রডে স্কট রায়কে সমর্থন করছিলেন।

ডেমোক্রেটিক বুকানানের দাসপ্রথা-সমর্থক অবস্থান শুধু যে উত্তেজনাকে গৃহযুদ্ধে রূপ নতিতে সুযোগ করে দিয়েছিল তা নয়, দেশের অর্থনীতি পরিচালনায় তাঁর অক্ষমতা ১৮৫৭ সালের আর্থিক আতঙ্কও ডেকে আনে, যা মহামন্দার আগে আমেরিকার ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ অর্থনৈতিক মন্দা ছিল। ১৮৫৭ সালের এই আর্থিক আতঙ্কের ফলে কয়েক বছর ধরে চলা তীব্র অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বন্ধ হয়ে যায়, বেকারত্ব বাড়তে এবং শায়েরবাজারে পতন ঘটে।

জেমস বুকানানের রাষ্ট্রপতিত্বকালে দক্ষিণের অঙ্গরাজ্যগুলো ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে, এবং ১৮৬০ সালে রিপাবলিকান আব্রাহাম লিংকন নির্বাচিত হওয়ার পরতিক্রিয়ায় তারা ইউনিয়ন থেকে আলাদা হয়ে যায়। বিচ্ছিন্নতা সংকটে বুকানান নিষ্ক্রিয় অবস্থান নেন; তিনি যুক্তি দিয়ে যে জোর করে বিচ্ছিন্নতা রোধ করার ক্ষমতা ফেডারলে সরকারের নাই। দৃঢ় পদক্ষেপে এই অভাব বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে আরও গতি দিয়ে। শক্তিশালী নেতৃত্বের ঘাটতি এবং সংকট মোকাবিলায় দৃঢ় পদক্ষেপে নতিতে তার অনীহা দক্ষিণে এই ধারণাকে জোরদার করে যে সামরিক প্রতিরোধের মুখে না পড়লেই তারা ইউনিয়ন ছেড়ে যেতে পারেন।

১৮৬০ সালে আব্রাহাম লিংকন, প্রথম রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট, নির্বাচিত হন। ১ জানুয়ারি, ১৮৬৩ সালে প্রেসিডেন্ট লিংকন চূড়ান্ত দাসমুক্তি ঘোষণা স্বাক্ষর করে জারি করেন, যা ঘোষণা করে যে কনফেডারেটদের নিয়ন্ত্রণে ভূখণ্ডে দাসত্বে আবদ্ধ সকল মানুষকে মুক্ত করা হবে। এই নির্বাহী আদেশটি গৃহযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছিল, কারণ এটি সংঘর্ষটিকে শুধু ইউনিয়ন রক্ষা করার লড়াই নয়, বরং দাসপ্রথা বিলোপের লড়াইয়েও রূপান্তরিত করেছিল। দাসমুক্তি ঘোষণা সত্ত্বেও দাসত্বে আবদ্ধ সকল মানুষ তৎক্ষণাত্ মুক্তি পায়নি। এটি বিশেষভাবে কনফেডারেটদের নিয়ন্ত্রণে ভূখণ্ডেই প্রযোজ্য ছিল, যেখানে ইউনিয়নের কর্তৃত্ব সীমিত ছিল। ইউনিয়ন বাহিনী অগ্রসর হয়ে কনফেডারেটদের ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ নতিতে থাকলে, ঘোষণাটি কার্যকর করা হয় এবং সেই সব অঞ্চলে দাসত্বে আবদ্ধ মানুষদের মুক্ত করা হয়। দাসমুক্তি ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের শেষ পর্যন্ত দাসপ্রথা বিলোপের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে ছিল এবং এটি মার্কিন সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী পাস ও অনুমোদনের পথ সুগম করেছিল, যা ৬ ডিসেম্বর, ১৮৬৫ সালে

পাস ও অনুমোদিত হয়।

১৮৫০-এর দশক থেকে পরবর্তী সময়ে রিপাবলিকান শিগ্গি দাসপ্রথা প্রশ্নককে কেন্দ্র করে এক সংকটে ছিল। দশে রাজনৈতিক চিন্তার দুই প্রধান ধারার মাধ্যমে দুটি প্রধান বিভাজন প্রকাশ পেয়েছিল। ১৮৫৬ সালে একটি বিচ্ছিন্নে প্রক্রিয়া শুরু হয়, যখন দাসপ্রথা-বিরোধী ও দাসপ্রথা-পন্থী গোস্ঠী তাদের দাসপ্রথা-সংক্রান্ত মতকে বজায় রাখার চেষ্টা করে কানসাস অঞ্চলে প্রবশে করছিল; ঠিকি সেই সময়েই ফলিডলেফিয়াকে লাওদকিয়া থেকে পৃথক করা হচ্ছিল। ডেমোক্ৰ্যাটরা দাসপ্রথা-পন্থী ছিল, আর রিপাবলিকানরা দাসপ্রথা-বিরোধী ছিল।

১৮৫৬ সালে, ব্লডিং কানসাস আসন্ন যুদ্ধের একটি কিসুদ্র প্রততিত্ৰ হসিবে প্রতভিত হয়ছিল। সেই বছর একজন দাসত্বপন্থী ডেমোক্ৰ্যাট রিপাবলিকান হরনরে প্রধান হসিবে নরিবাচিত হয়েছিলে, এবং তার অকার্যকর নেতৃত্ব একটি অকার্যকর রাষ্ট্রপততিবরে প্রতীক হয়ে ওঠে, সাম্প্রতিক এই শেষে দনিগুলো পর্যন্ত। তনি সেই প্রথম রিপাবলিকান রাষ্ট্রপতির প্রবসূরি ছিলে, যনি বুচানানের রাষ্ট্রপততিব রেখে যাওয়া বশিঙখলা গুছিয়ে নতিে বাধ্য হয়েছিলে।

১৮৬৩ সালের মধ্যে, প্রকাশতি বাক্য তরে অধ্যায়ের 'পৃথিবীর জনত্ব'র ইতহিসে রিপাবলিকান শিগ্গি সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কার্যনরিবাহী আদশে জারি করছিল। এই কার্যনরিবাহী আদশেটি দাসপ্রথা সম্প্রকতি ছিল। প্রজ্ঞাপনের একটি অনুচ্ছদে বলা হয়েছে, "যে আমাদের প্রভুর এক হাজার আটশো তষেটটি খ্রিস্টিাবদের জানুয়ারি প্রথম দনি, যে রাজ্য বা কোনো রাজ্যের নরিদষিট অংশের জনগণ তখন যুক্তরাষ্ট্রের বরিদ্ধে বদিরোহে লিপিত থাকবে, সেই রাজ্য বা অংশের মধ্যে দাস হসিবে আবদ্ধ থাকা সকল ব্যক্তি তখন, সদিন থেকে এবং চরিদিনেরে জন্য মুক্ত থাকবে; এবং যুক্তরাষ্ট্রের কার্যনরিবাহী সরকার, যার মধ্যে তার সামরিক ও নোবাহিনীর কর্তৃত্ব অন্তর্ভুক্ত, এমন ব্যক্তিদের স্বাধীনতাকে স্বীকৃত দিবে ও বজায় রাখবে, এবং তাদের—বা তাদের মধ্যে কারো—প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনেরে যে কোনো প্রয়াস দমন করতে কোনো কাজ করবে না।" যদগি সেই সময়ে দাসপ্রথা সমস্যার সমাধান ঐতহিসকিভাবে অসম্পূর্ণ ছিল, লঙ্কন যখন লখিছিলে, "কোনো রাজ্যের মধ্যে দাস হসিবে আবদ্ধ সকল ব্যক্তি... তখন, সদিন থেকে এবং চরিদিনেরে জন্য মুক্ত থাকবে," তখন সংবধানেরে সারমর্ম স্বীকৃত হয়।

সংবধানে প্রকাশতি সেই ভিত্তিমূলক নীততিে লঙ্কন ফরিে যাচ্ছিলে, যা ঘোষণা করে যে 'all men are created equal.' একই সময়ে, লঙ্কন ভিত্তিমূলক সত্যগুলতিে ফরিে যাচ্ছিলে, আর প্রোটস্টিয়ান্ট শিগ্গি তার ভিত্তিমূলক ভাববাণী—অর্থাৎ দাসত্বের ভাববাণী—প্রত্যাখ্যান করছিল। অতএব, ঠিকি সেই সময়ে যখন রিপাবলিকান শিগ্গি দাসত্ব সম্প্রককে ইতহিসেরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'কার্যনরিবাহী আদশে' জারি করছিল, প্রোটস্টিয়ান্ট শিগ্গি তার ভাববাদী ইতহিসে দাসত্বের ভাববাণী সম্প্রককে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্যনরিবাহী আদশে জারি করল, যা মোশরি শপথ ও অভশিপ দ্বারা প্রতনিধিত্ব করা হয়েছে। রিপাবলিকান শিগ্গি ভিত্তিরি কাছে ফরিে যাওয়া বছে নলি, প্রোটস্টিয়ান্ট শিগ্গি তার ভিত্তি প্রত্যাখ্যান করে যাদের কাছে কখনও ফরিে না যতে নরিদশে দেওয়া হয়েছিল, তাদের কাছই ফরিে যাওয়া বছে নলি।

১৮৬৩ সালে, রিপাবলিকান শিগ্গি দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ছিল, যমেন যেরোবোয়াম ও রেহোবোয়ামের সময় প্রাচীন ইস্রায়লেরে রাজ্যে বিভক্ত হয়েছিল। ১৮৬৩ সালে, প্রোটস্টিয়ান্ট শিগ্গি আইনগতভাবে রিপাবলিকান শিগ্গি-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, যা বতেলে ও

দানে যেরোবোয়ামরে দুটি বিদেরি দ্বারা প্রতীকায়তি হয়। দুটি শিং ইতহিস জুড়ে পরস্পররে সমান্তরালে অগ্রসর হয়, এবং বিশেষত ১৮৬৩ সালরে ইতহিস শেষে দনিগুলোর ইতহিসকে প্রতিনিধিত্ব করে।

মলিরাইট ইতহিস, কছি ভবষিযদ্বাণীমূলক সতরুকতাসহ, এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজাররে ইতহিসে পুনরাবৃত্ত হয়। সেই সতরুকতগুলরি একটি হলো, মলিরাইট ইতহিসে লক্ষশ্রোতা প্রথমে ছলি আন্দোলনরে বাইররে লোকরো, এবং পরে ছলি আন্দোলন নজিহে। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজাররে আন্দোলনে, প্রকাশতি বাক্ষ ১৮-এর দুটি কণ্ঠ দুটি লক্ষশ্রোতাকে চহ্নিতি করে, কনিতু সেই লক্ষগুলরি ক্রম মলিরাইট ইতহিসরে উল্টো। প্রথম লক্ষশ্রোতা হলো ঈশ্বররে লোকরো, আর দ্বিতীয় কণ্ঠটা উদ্দেশে করে ঈশ্বররে অন্য পালকে, যারা এখনও বাবলি রেযছে।

আরকেটি ভাববাদী সতরুকবাণী হলো যে, যদগি উভয় ইতহিসই এক গরিজা থেকে অন্য গরিজায় সঞ্চারতি হয়, মলিরাইটরা ফলিডলেফিয়া থেকে লাওদকিয়ায় সরে গযিছেলি, আর তৃতীয় স্বরগদূতরে শক্তিশালী আন্দোলন লাওদকিয়া থেকে ফলিডলেফিয়ায় অগ্রসর হয়। এটি নিরিদশে করে যে মলিরাইটরা ষষ্ঠ গরিজা থেকে সপ্তম গরিজায় গযিছেলি এবং এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার সপ্তম গরিজা থেকে অষ্টম গরিজায় যায়, যা সাতটির মধ্য থেকেই উদ্ভূত।

রপিাবলকিন শিং ১৮৬৩-কে ঘরি থাকা ইতহিসে দাসপ্রথা-সমর্থক এক জাতথিকে দাসপ্রথা-বিরোধী এক জাতরি দকি তার যাতরা শুরু করছেলি। সেই ইতহিসরে সংকট দুটি রাজনৈকি দলকে প্রতষ্টি করছেলি, যারা এই "শেষে দনিগুলোতেও" একই প্রতদিবন্দ্বী। যমেন সেই ইতহিসরে প্রথম রপিাবলকিন প্রসেডিন্টকে যুদ্ধ শেষে হওয়ার মাত্র কয়কে দনি পরই হত্যা করা হযছেলি, তমেনশিষে রপিাবলকিন প্রসেডিন্টকে প্রতীকীভাবে হত্যা করা হযছেলি এবং বিশ্ব উল্লাস করছেলি, যখন তাকে রাস্তায় মতরে মতো ফলে রাখা হযছেলি। তাকে হত্যা করা হযছেলি, গৃহযুদ্ধ শেষে হওয়ার কয়কে দনি পর নয়, বরং চূড়ান্ত গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠকি আগে।

প্রথম রপিাবলকিন প্রসেডিন্টরে আগে ছিলি আমেরিকার ইতহিসরে সবচেয়ে অকার্যকর প্রসেডিন্ট, এবং শেষে রপিাবলকিন প্রসেডিন্টরে আগেও তমেনই একজন থাকবনে। প্রথম রপিাবলকিন প্রসেডিন্টরে আগে থাকা ডেমোক্ৰ্যাটিক প্রসেডিন্টরে অকার্যকারতিই সেই সংকটকে ত্বরান্বতি করছেলি, যা গৃহযুদ্ধে রূপ নিযিছেলি, এবং একই অকার্যকারতি এখন ঘটছে। শেষে রপিাবলকিন প্রসেডিন্টরে আগে থাকা ডেমোক্ৰ্যাটিক প্রসেডিন্ট অর্থনীতিকে এমনভাবে পরিচালনা করছেলি যে তার ফলে সেই সময় পর্যন্ত আমেরিকার ইতহিসে সবচেয়ে বড় অর্থনৈকি ধস ঘটছেলি। দুটি শিং রবিয়াররে আইন পর্যন্ত সমান্তরালভাবে চলবে। ১৮৬৩ সালে উভয় শিংয়েরে প্রথম প্রজন্ম শুরু হযছেলি, এবং উভয় শিংয়েরে ক্ষেত্রে চতুর্থ ও শেষে প্রজন্ম পূর্বমুখী হবে এবং সূর্যরে সামনে নত হবে।

এলিয়াহরে বারতার সঙগে সর্বদা ঈশ্বররে বচিার থাকে, যা সতরুকবাণীর সত্যতাকে নিশ্চতি করে। আজ বিশ্বসমাজ মহাপ্লাবনরে পূর্বরে মানুষদরে মতোই জীবনযাপন করছে। তারা খাচ্ছে, পান করছে এবং আশা করছে যে বৈশ্বিকিতাবাদী প্রযুক্তি-দিগ্গিজরা উদ্ভূত যে কোনো সমস্যার সমাধান করে দেবে। ঈশ্বররে বাক্ষ জানাচ্ছে যে বিশ্ব এখন এক মহাসঙকটরে দ্বারপ্রান্তে।

'রাত্রির কী সংবাদ?' আমকি এই বার্তাগুলোর তাৎপর্য অনুধাবন করি? মহান প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার সমাপনী কাজে এগুলোর যে স্থান, তা কি আমি বুঝি? আমকি

'ভবষ্টিদ্বাণীর নশ্চিতি বাণী'র সঙ্গে এতটা পরচিতি যে আমার চারপাশে ঘটতে থাকা ঘটনাগুলোর মধ্যে আমি স্পষ্ট প্রমাণ দেখতে পাই যে আসন্ন রাজা দ্বারাই উপস্থিতি? ঈশ্বর যে আলো দিচ্ছেন, তার প্রকৃষ্টিতে আমার উপর যে দায়িত্ব বর্তায়, তা কি আমি অনুভব করি? নাশপ্রায়দের উদ্ধার করতে সুসংগঠিত ও সঠিকভাবে পরচিালতি প্রচেষ্টায়, তাঁর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আমাকে অর্পিত প্রতটি প্রতভি কি আমি ব্যবহার করছি? না কি আমি কিসুম গরম ও উদাসীন, দুষ্টি জগতের সঙ্গে আংশিকভাবে মশি গিয়ে, ঈশ্বর যে সম্পদ ও সক্ষমতা আমাকে দিচ্ছেন, তা অধিকাংশই আত্মতুষ্টির জন্য ব্যবহার করছি, তাঁর কাজের অগ্রগতির চেষ্টে নিজের স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের কথা বেশি ভাবছি? আমার চলার পথে কি আমি বিশ্বের মধ্যে ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকা এই বিশ্বাসটিকেই আরও মজবুত করে তুলছি যে 'সভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্টরা ত্বরীতে অস্পষ্ট ধ্বনি দিচ্ছে, এবং জাগতিক লোকদের পথই অনুসরণ করছে'?

আমরা শুনছি সেই আগত ঈশ্বরের পদধ্বনি, যিনি তাদের অধার্মিকতার জন্য পৃথিবীকে শাস্তি দিতে আসছেন। সময়ের অবসান আমাদের দুয়ারে এসে গেছে। পৃথিবীর বাসিন্দাদের পোড়ানোর জন্য আঁট করে বাঁধা হচ্ছে। তুমি কি আগাছার সঙ্গে বেঁধে ফেলো হবে? তুমি কি উপলব্ধি করো যে প্রতি বছর হাজারে হাজারে এবং দশ গুণ দশ-হাজার আত্মা নষ্ট হচ্ছে, নিজদের পাপে মারা যাচ্ছে? ঈশ্বরের দুর্যোগ ও বচার ইতিমধ্যেই তাদের কাজ করছে, আর সত্যের আলো তাদের পথকে আলোকিত না হওয়ায় আত্মাগুলি নাশের পথে যাচ্ছে। General Conference Daily Bulletin, April 1, 1897.

রাত্রিতে আমার প্রাণ তোমার জন্য আকাঙ্ক্ষা করছে; হ্যাঁ, আমার অন্তরে আত্মা দিচ্ছে আমি ভোরের তোমাকে খুঁজব; কারণ যখন তোমার বচার পৃথিবীতে থাকে, তখন জগতের অধবিসীরা ধার্মিকতা শিখবে। যশাইয় ২৬:৯।